ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

রোজদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

ROSEDIN ● Vol. - 2 ● Issue - 064 ● Prgi No. : WBBEN/25/A1189 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : www.rosedin.in

ই-পেপার ● বর্ষ ঃ ৬ ● সংখ্যা ঃ ০৬৪ ● কলকাতা ● ২৩ ফাল্গুন, ১৪৩২ ● রবিবার ● ০৮ মার্চ ২০২৬ ● পৃষ্ঠা - ৮ ● মূল্য - ৫ টাকা

পর্ব 223

হিমালয়ের সমর্পণ যোগ

না হলে অনেক সময় আত্মিক সম্বন্ধের অভাবে অথবা স্তর আলাদা আলাদা হওয়ার জন্য আদানপ্রদান স্থাপিত হয় না।

গুরু আর শিষ্যের মধ্যে এটা সাধারণতঃ হয়ে থাকে।

শিষ্যের গুরুর সঙ্গে আত্মিক সম্পর্ক হওয়া চাই। আত্মিক সম্পর্ক হবে শ্রদ্ধা থেকে।

ক্রমশঃ

সময় মতন এস আই আর শেষ না হলে, রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করে হবে বাংলায় ভোট

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

পশ্চিমবঙ্গে কি নির্ধারিত সময়েই হবে বিধানসভা নির্বাচন? না কি তা করা সম্ভব হবে না? সেক্ষেত্রে কি রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করা হতে পারে? রাষ্ট্রপতি শাসনের মধ্যেই হতে পারে বিধানসভা নির্বাচন? প্রশ্ন উঠছে তার কারণ, SIR-এ এখনও বহু তথ্য যাচাইয়ের কাজ বাকি!এই জটিল পরিস্থিতিতে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন একটাই বিধানসভা ভোট নির্দিষ্ট সময়ে হবে না কি রাষ্ট্রপতি শাসন জারি হতে পারে কিছুদিনের জন্য ? আর এই পরিস্থিতিতেই রাজ্যে আসছেন নতুন রাজ্যপাল প্রাক্তন আইপিএস অফিসার আর এন রবি! আর তাঁর আগমন জল্পনা আরও উস্কে দিয়েছে। সব মিলিয়ে পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতি এখন জল্পনাময়!২৮ ফেব্রুয়ারি প্রকাশিত ভোটার তালিকা অনুযায়ী, ৬০ লক্ষ ৬ হাজার ৬৭৫ জনের নাম 'বিবেচনাধীন' রয়েছে। যার মধ্যে শুক্রবার

এরপর ৩ পাতায়

ভর্তি চলছে

ভবানী চাইল্ড ইনস্টিটিউট

BHABANI CHILD INSTITUTE 24 PARGANAS (SOUTH)

স্থাপিত ঃ ১৯৯৩

২০২৬ শিক্ষাবর্ষে নার্সারি শ্রেণির পঠন-পাঠন শুরু হবে ৪ঠা ডিসেম্বর, ২০২৫ বৃহস্পতিবার থেকে

আসন সংখ্যা সীমিত। অভিভাবকদের নীচের মোবাইল নম্বরে যোগাযোগ করার জন্য জানানো যাচ্ছে।

ভর্তির সময় ঃ সকাল ৯টা থেকে বেলা ১টা

যোগাযোগ ঃ 9083249944 / 9083249933 / 9083249922

ফালাকাটায় আবারও পুলিশের সাফল্য, ব্রাউন সুগার সহ দুই যুবক গ্রেপ্তার

হরেকৃষ্ণ মন্ডল, ফালাকাটা

আলিপুরদুয়ার জেলার ফালাকাটায় আবারও মাদকবিরোধী অভিযানে বড় সাফল্য পেল ফালাকাটা থানার পুলিশ। কয়েকদিন আগেই এলাকায় ব্রাউন সুগার উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছিল।সেই ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতেই ফের মাদক উদ্ধারের ঘটনায় এলাকাজুড়ে নতুন করে আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে।পুলিশ সূত্রে জানা যায়,শনিবার দুপুর নাগাদ গোপন সূত্রে খবর পেয়ে ফালাকাটা থানার পুলিশ ফালাকাটা-মাদারীরোড এলাকায় বিশেষ অভিযান চালায়।অভিযান চলাকালীন সন্দেহজনকভাবে ঘোরাফেরা করা দুই যুবককে আটক করা হয়।তাদের তল্লাশি চালিয়ে প্রায় ১০২ গ্রাম ব্রাউন সুগার উদ্ধার করে পুলিশ।পাশাপাশি তাদের কাছ থেকে দুটি মোবাইল ফোনও বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, উদ্ধার হওয়া ব্রাউন সুগার হাতবদলের উদ্দেশ্যে ওই এলাকায় আনা হয়েছিল। তবে পুলিশের আগে থেকেই গোপন সূত্রে তথ্য থাকায় মাদক লেনদেনের আগেই দুই অভিযুক্তকে পাকড়াও করা সম্ভব হয়।এই ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।গ্রেপ্তার হওয়া দুই অভিযুক্তের মধ্যে একজন হলেন রফিকুল ইসলাম তার বাড়ি কোচবিহার জেলার পুন্ডিবাড়ি এলাকায়। অপর অভিযুক্ত সাফিউল হোসেন,যার বাড়ি আলিপুরদুয়ার জেলার ফালাকাটা এলাকায়।ফালাকাটা থানার আইসি প্রশান্ত বিশ্বাস জানান,ধৃতদের বিরুদ্ধে এনডিপিএস আইনের প্রাসঙ্গিক ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে।রবিবার তাদেরকে আদালতে পেশ করা হবে।এলাকায় মাদক পাচার রুখতে পুলিশের এই সক্রিয় ভূমিকার জন্য স্থানীয় বাসিন্দারা পুলিশ প্রশাসনকে সাধুবাদ জানিয়েছেন।পুলিশের পক্ষ থেকেও জানানো হয়েছে, মাদকবিরোধী অভিযান আগামী দিনেও আরও জোরদার করা হবে।

ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে বেকার ভাতা, ধরনা মঞ্চ থেকে বড় ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ধর্মতলার মেট্রো চ্যানেলের ধরনা মঞ্চ থেকে বড় ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। স্বাভাবিকভাবেই তাতে খুশি বেকার যুবক-যুবতীরা। ছাব্বিশের বিধানসভা ভোটের মুখে তাঁর এই ঘোষণা যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই।এদিনের এই মঞ্চ থেকে রান্নার গ্যাসের মূল্য বৃদ্ধি ইস্যুতেও সরব হন মুখ্যমন্ত্রী। রবিবার ফের পথে নামবেন তিনি। কালো শাড়ি পরে হাতা, খুন্তি হাতে মহিলাদের মিছিলে শামিল হওয়ার আর্জি জানান মমতা। বলে রাখা ভালো মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধের আবহে ১৪.২ কেজি ওজনের বাড়িতে ব্যবহৃত রান্নার গ্যাসের সিলিন্ডারের দাম কেন্দ্র ৬০ টাকা বাড়িয়ে দিয়েছে। ৮৭৯ টাকার গ্যাস এবার কিনতে হবে ৯৩৯ টাকায়। নতুন দাম শনিবার থেকেই কার্যকর। সরকারি নির্দেশ অনুযায়ী, গ্যাস বুকিংয়ের ক্ষেত্রে অবশ্যই ২১ দিনের ব্যবধান থাকতে হবে। অর্থাৎ একটি গ্যাস সিলিন্ডার পাওয়ার ২১ দিন না হলে দ্বিতীয়টি বুকিং করা যাবে না। বর্তমানে ১৫ দিনের সময়সীমা রয়েছে। এরই প্রতিবাদে ধরনা মঞ্চ থেকে গর্জে ওঠেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।রাজ্য বাজেটে বেকারদের জন্য যুবসাথী প্রকল্পের কথা ঘোষণা করা হয়েছিল। তার ফলে প্রতি মাসে দেড় হাজার টাকা করে

এরপর ৩ পাতায়

APDR এর উদ্যোগে শ্রমজীবী নারী দিবসের অনুষ্ঠান

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

'৮ মার্চ আন্তর্জাতিক শ্রমজীবী নারী দিবস' কে সামনে রেখে সুন্দরবনের শ্রমজীবী মহিলাদের সমস্যা নিয়ে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয় কুলতলীর দেউল বাড়িতে। এপিডিআর এর উদ্যোগে এই আলোচনাসভায় একের পর এক মহিলারা তাঁদের নানাবিধ সমস্যার কথা তুলে ধরেন। সুন্দরবনের শ্রমজীবী মানুষের অধিকাংশ ই মৎস্যজীবী । নামখানার অনিমা মাঝি নিজের কথায় বলেন, ছোটবেলায় বাবা-মা মারা যাওয়ার ভাই বোনদের নিজের হাতে মানুষ করেছেন। এক ভাই ২০২৩ সালে মৎস্যজীবী হিসেবে গুজরাটে কাজ করতে যান। সেখান থেকে সমুদ্র পথে পাড়ি দেন মাছ ধরার ট্রলারে। দিক হারিয়ে পাকিস্তানের জল সীমানায় চলে যায় ট্রলার। আজ ৩ বছর ধরে পাকিস্তানের জেলে আটক আছে। নেতা মন্ত্রীদের ধরে কোন কাজ হয়নি।

কুলতলীর চন্দনা নস্কর এলাকার মহিলাদের সমস্যার কথা তুলে ধরেন। বন দফতরের তান্ডবে মহিলারা জীবিকা থেকে বিচ্যুত হয়ে যাচ্ছেন।

অনাদি হালদার বললেন, বন দপ্তর জঙ্গলের ধারে কাছে বেআইনিভাবে বাক্স বসিয়ে কৃত্রিম মধু চাষ করছে। ফলে, জঙ্গলের মধু কমে যাচ্ছে, মৌলেরা প্রাকৃতিক মধু পাচ্ছেন না।

প্রিয়াঙ্কা শিউলি, গৌরি মাইতিরা এলাকার এবড়োখেবড়ো রাস্তার কথা বলেন, এলাকার হসপিটালে চিকিৎসা পরিষেবা চালু করার কথা উল্লেখ করেন। এই অনুন্নয়নের কারণে বাঘে আক্রান্ত মৎসজীবী, এলাকার সন্তানসম্ভবা মহিলাদের প্রায় বিনা চিকিৎসায় প্রাণহানির ঘটনা বেড়ে যাচ্ছে, বলে উল্লেখ করেন।

এছাড়া উপস্থিত ছিলেন এপিডিআর এর মিঠুন মন্ডল, রঞ্জিত শূর, আলতাফ আমেদ প্রমূখ।

(১ম পাতার পর)

সময় মতন এস আই আর শেষ না হলে, রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করে হবে বাংলায় ভোট

পর্যন্ত সাড়ে ৭ লক্ষ ভোটারের নিষ্পত্তি হয়েছে বলে, নির্বাচন কমিশন সূত্রে দাবি। অর্থাৎ এখনও বাকি প্রায় সাড়ে ৫২ লক্ষ।

নির্বাচন কমিশন সূত্রে খবর, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে এই কাজ করছেন ৫০১ জুডিশিয়াল অফিসার। সেই কাজে যোগ দেবেন ওড়িশা, ঝাড়খণ্ড থেকে আসা আরও ২০০ জন জুডিশিয়াল অফিসার। এদিকে বর্তমান সরকারের মেয়াদ শেষ হবে ৭ মে। এখানেই প্রশ্ন উঠছে, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই কি এই বিপুল সংখ্যক নথিপত্র যাচাই করা যাবে? আর যদি তা না করা যায়, তাহলে কী হবে? সমস্ত নথি যাচাই না করেই কি ভোট গ্রহণ সম্ভব? বিধানসভা ভোট পিছিয়ে দিতে হলে কি রাজ্যে ৩৫৬ ধারা প্রয়োগ করতে হতে পারে? কারণ, নির্বাচন কমিশন সূত্রে দাবি করা হচ্ছে, মার্চের শেষেও বাকি কাজ শেষ হওয়া কার্যত অসম্ভব।

এই পরিস্থিতিতে , প্রাক্তন মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক দেবাশিস সেনের বক্তব্য, ২৮ তারিখ ফাইনাল লিস্ট। দিন ঘোষণা করতেই পারে। সাংবিধানিকভাবে বাধা নেই। কারণ চূড়ান্ত লিস্ট বের করে দিয়েছে। বিবেচনাধীনগুলি তো সাপ্লিমেন্টারি হিসেবে প্রকাশ হবে। একবার পঞ্জাব ও জম্মু কাশ্মীরে নজির আছে, ভোট পিছিয়ে দেওয়ার পর রাষ্ট্রপতি শাসন জারি হয়েছিল। কিন্তু এই ইস্যুতে নেই। রাষ্ট্রপতি শাসন হলে এখানকার সরকার ভেঙে দিতে হয়, সেখানে রাজ্যপাল কেন্দ্রের প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করতে হয়। প্রশাসন রাজ্যপালের অধীনে চলে যায়।

(২ পাতার পর)

ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে বেকার ভাতা, ধরনা মঞ্চ থেকে বড় ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর

আবেদনকারীদের অ্যাকাউন্টে ঢুকবে।

রাজ্য বাজেটে বেকারদের জন্য যুবসাথী প্রকল্পের কথা ঘোষণা করা হয়েছিল। তার ফলে প্রতি মাসে দেড় হাজার টাকা করে আবেদনকারীদের অ্যাকাউন্টে ঢুকবে। তবে যুবসাথীতে আবেদনের ক্ষেত্রে বেশ কয়েকটি শর্ত বেঁধে দিয়েছিল রাজ্য সরকার। অবশ্যই ২১ থেকে ৪০ বছর বয়সিরা আবেদন করেন। যাঁরা রাজ্য সরকারের অন্য কোনও জনমুখী প্রকল্পের আওতায় তাঁরা টাকা পাবেন না। জানানো হয়, এপ্রিল থেকেই মিলবে এই প্রকল্পের সুবিধা। তবে এসআইআরের প্রতিবাদে ধর্মতলার মেট্রো চ্যানেলে ধরনার দ্বিতীয় দিনে মমতা জানান, এপ্রিল নয়, ৭ মার্চ শনিবার থেকেই আবেদনকারীদের অ্যাকাউন্টে ঢুকবে টাকা। প্রাথমিকভাবে আগামী পাঁচ বছর প্রতিমাসে এই টাকা পাবেন আবেদনকারীরা। তারপরও যদি কেউ বেকার থাকেন, সেক্ষেত্রে রিভিউ করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

ডিএ দেওয়ার সময়সীমা বৃদ্ধির আবেদন

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

প্রথম কিস্তিতে বকেয়া ডিএ-র ২৫ শতাংশ টাকা দিতে হবে সরকারি কর্মীদের। এই সময়সীমা বৃদ্ধির আর্জি জানিয়ে শীর্ষ আদালতে রিপোর্ট জমা দিল রাজ্য সরকার। কারণ হিসাবে, প্রযুক্তিগত, প্রশাসনিক জটিবকার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। আর একথা জানার পর আগামী ১৩ মার্চ রাজ্য জুড়ে সরকারি অফিসগুলিতে ধর্মঘটের ডাক দিয়েছেন রাজ্য সরকারি কর্মচারী সংগঠনের

নেতানেত্রীরা।রাজ্য সরকারের তরফে সুপ্রিম কোর্টে জানানো হয়, ডিএ দেওয়ার জন্য ৩ লক্ষ ১৭ হাজারে বেশি কর্মীর নথি খতিয়ে দেখতে হবে। ২০১৬ সালের আগে পর্যন্ত তাঁদের তথ্য ডিজিটাল নয়। বরং সার্ভিস বুক আকারে হাতে লেখা নথি রয়েছে। ফলে সেগুলি ডিজিটাইজ করতে সময় লাগছে। আবার তার উপর এসআইআরের ফলে রাজ্য সরকারের হাতে প্রশাসনিক আধিকারিকের সংখ্যাও অনেক কম। তাই প্রশাসনিক এবং প্রযুক্তিগত ত্রুটির কথা উল্লেখ করে ডিএ বকেয়া পরিশোধের সময়সীমা বৃদ্ধির আর্জি জানানো হয়েছে। স্বাভাবিকভাবে রাজ্যের জানানো আর্জিতে হতাশ সরকারি কর্মীরা। দীর্ঘদিন আগেই রাজ্য

এরপর ৪ পাতায়

প্রথম ভাষণেই মমতার মন জয় করে নিলেন প্রতীক উর, তরুণ তুর্কিতে মুগ্ধ দিদি

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

কলকাতা: তৃণমূল কংগ্রেসের মঞ্চে প্রথমবার বক্তব্য রাখলেন সদ্য সিপিআইএম ছেড়ে তৃণমূলে যোগ দেওয়া প্রতীক উর রহমান। সংক্ষিপ্ত হলেও তাঁর বক্তব্য ছিল আক্রমণাত্মক এবং রাজনৈতিক বার্তায় ভরপুর। বক্তব্যের মাঝেই বিজেপিকে কড়া ভাষায় আক্রমণ করেন তিনি এবং মঞ্চ থেকেই 'জয় বাংলা' স্লোগান তোলেন। তাই জ্ঞানেশ কুমারের নাম হয়েছে ভ্যানিশ কুমার। যতই চেষ্টা করুক তৃণমূলকে ভ্যানিশ করতে পারবে না। কিন্তু ২৬-র পরে বাংলার মাটিতে বিজেপিকে ভ্যানিশ করে দেওয়া হবে। বাংলার মানুষ পদ্মফুলকে ভ্যানিশ করে দেবে। পশ্চিমবঙ্গের মাটিতে 'দিদি' একটা ব্র্যান্ড। বাংলার মানুষ চোখ বন্ধ করে তাঁকে ভরসা করেন। যতদিন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় জীবিত থাকবেন বাংলা দখল তো দূর, সীমানাতেও আসতে পারবে না বিজেপি। সেটা তাঁরা বুঝে গিয়েছেন।

বক্তব্যের শুরুতেই প্রতীক বলেন, "ভ্যানিশ কুমার যতই চেষ্টা করুন না কেন, শেষ পর্যন্ত বাংলার মানুষই ভোটের মাধ্যমে বিজেপিকে ভ্যানিশ করে দেবে।" তাঁর এই মন্তব্যে সভায় উপস্থিত কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে উচ্ছ্বাসের ঢেউ দেখা যায়। এরপর তিনি দেশভাগের ইতিহাসের প্রসঙ্গ

এরপর ৫ পাতায়

সম্পাদকীয়

মমতা বোধহয় রাগ করেছেন', শিলিগুড়িতে আদিবাসী সম্মেলনে এসে বললেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু

রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর অনুষ্ঠান ঘিরে চরম শোরগোল। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও প্রশাসন নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করলেন তিনি। শনিবার উত্তরবঙ্গের শিলিগুড়িতে নবম আন্তর্জাতিক সাঁওতাল কনফারেন্সে যোগ দেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। বিধাননগরের বদলে বাগডোগরা বিমানবন্দরের অদূরে গোঁসাইপুরে সেই সভা হয়।গোটা ঘটনার বিষয়ে শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব বলেন, "রাজ্যের তরফে আমি রাষ্ট্রপতিকে স্বাগত জানাই। ডিএম এবং পুলিশ কমিশনার ছিলেন। এর আগেও প্রণব মুখোপাধ্যায় রাষ্ট্রপতি থাকাকালীন তাঁকে স্বাগত জানাই। কিন্তু তখন আমি মন্ত্রী ছিলাম নাকি মেয়র ছিলাম তা খেয়াল নেই। রাজ্যের এই তালিকা রাষ্ট্রপতি ভবন অনুমোদন দিয়েছিল। নিরাপত্তা সংক্রান্ত কারণেই সভাস্থল নিয়ে কিছু সমস্যা ছিল।"যেখানে অতি কম সংখ্যায় মানুষ উপস্থিত ছিলেন। আর তাতেই অসন্তুষ্ট হন রাষ্ট্রপতি। বক্তব্য রাখতে গিয়ে সে কথা চেপে রাখেননি রাষ্ট্রপতি। তিনি বলেন, কারা সাঁওতালদের আটকাতে চাইছে? কারা চায় না সাঁওতালরা একজোট হোক? শিক্ষিত হোক? রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কেও বার্তা দেন রাষ্ট্রপতি। বলেন,"কোনও কারণে তিনি বোধহয় আমার উপরে রাগ করেছেন।"

প্রতি বছর আদিবাসী সম্প্রদায়ের বার্ষিক অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত থাকেন দেশের রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। এবছর শিলিগুড়িতে এই অনুষ্ঠান হচ্ছে। উদ্যোক্তারা প্রথমে জানিয়েছিলেন এই কনফারেন্স হবে বিধাননগরে। কিন্তু তারপরেও চারবার সভাস্থল বদল করা হয়। শেষ পর্যন্ত নিরাপত্তার কারণে বাগডোগরা বিমানবন্দরের কাছে গোঁসাইপুরে সভা করার অনুমতি মেলে প্রশাসনের তরফে। কিন্তু উদ্যোক্তাদের অভিযোগ, প্রচুর আমন্ত্রিত এই সভায় আসতেই পারেননি সিকিউরিটি পাস না পাওয়ার কারণে। পুলিশ তাঁদের আটকে দেয়। এমনকী রাষ্ট্রপতিকে স্বাগত জানাতে বিমানবন্দরে ছিলেন একমাত্র শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব। প্রোটোকল অনুযায়ী, মুখ্যমন্ত্রী বা রাজ্য প্রশাসনের কোনও প্রতিনিধি অর্থাৎ কোনও মন্ত্রীকে থাকতে হয়। এক্ষেত্রে সেই প্রোটোকলও ভাঙা হয়েছে। এসবের জেরে যথেষ্ট অসন্তোষ প্রকাশ করেন রাষ্ট্রপতি। মঞ্চে ওঠার পরই তিনি লক্ষ্য করেন, দর্শকাসনের অনেক চেয়ারই ফাঁকা পড়ে রয়েছে। এত কম মানুষের উপস্থিতি দেখে বিস্ময় প্রকাশ করে রাষ্ট্রপতি বলেন, 'এখানে বসে আমি অনেক সাঁওতালি মানুষকে বাইরে ঘুরে বেড়াতে দেখেছি। এত চেয়ার ফাঁকা কেন? মনে হচ্ছে যেন কেউ তাঁদের এখানে আসতে বাধা দিচ্ছে। যখন আমি মাঠ এবং ব্যবস্থা দেখি, তখন আমার মনে হয় সাঁওতালি সম্প্রদায়ের এত বড় আন্তর্জাতিক সমাবেশে সকলের খোলাখুলি অংশগ্রহণ করা উচিত। কারা সাঁওতালদের আটকাতে চাইছে? কারা চায় না সাঁওতালরা একজোট হোক? শিক্ষিত হোক?"

অনুষ্ঠান শেষে রাষ্ট্রপতি সেখান থেকে সরাসরি বিধাননগরে চলে যান, যেখানে প্রথমে সভা হওয়ার কথা ছিল। সেখানে গিয়ে গোটা এলাকা ঘুরে দেখেন। সেখান থেকেই বলেন, আমি তো এই এলাকাতেই সভা করতে চেয়েছিলাম। পর্যাপ্ত জায়গা রয়েছে। কিন্তু কেন রাজ্য সরকার আমাকে সভা করতে দিল না? এখানে (বিধাননগরে) অনুষ্ঠান হলে ভাল হত। এখানে অনেক জায়গা, অনেক মানুষ আসতে পারতেন। কিন্তু রাজ্য প্রশাসন কেন জানি না, এখানে সভার অনুমতি দেয়নি। এমন জায়গায় আজকের অনুষ্ঠান হচ্ছে, এখানে মানুষের আসা কঠিন। রাজ্য সরকার মনে হয় আদিবাসীদের ভাল চায় না, তাই এখানে তাঁদের আসতে বাধা দেওয়া হয়েছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আমার ছোট বোনের মতো। আমিও বাংলারই মেয়ে। বাংলার মানুষকে আমি ভালবাসি। মমতা বোধহয় রাগ করেছেন, তাই আমাকে স্বাগত জানাতে তিনি নিজে আসেননি, কোনও মন্ত্রীও আসেননি। যাই হোক, এটা ব্যাপার নয় কোনও। আপনার সকলে ভাল থাকবেন।"

মা সারদা সবার অন্নদাত্রী অন্নপূর্ণা দেবী

মৃত্যুঞ্জয় সরদার

(আটত্রিশতম পর্ব)

একটি ছেলে মারা গেল। আহা, সে কত ভাল ছিল! ঠাকুর তাদের বাড়ী যেতেন। একদিন ট্রামে পরের গচ্ছিত ২০০ টাকা তার পকেট থেকে মারা যায়, বাড়ি এসে তা দেখে। ব্যাকুল হয়ে গঙ্গার ধারে গিয়ে কাঁদছে, 'হায় ঠাকুর, কী করলে!' তার অবস্থাও তেমন ছিল না যে নিজে ঐ টাকা শোধ করবে। আহা, কাঁদতে কাঁদতে দেখে ঠাকুর সামনে এসে বলছেন, 'কাঁদছিস্ কেন? ঐ গঙ্গার ধারে ইট চাপা আছে দ্যাখ।' সে তাড়াতাড়ি উঠে ইটখানা তুলে দেখে, সত্যই এক তাড়া নোট! শরতের কাছে এসে সব বললে। শরৎ শুনে বললে,

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

(৩ পাতার পর)

ডিএ দেওয়ার সময়সীমা বৃদ্ধির আবেদন

সরকারি কর্মীদের বকেয়া ডিএ দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিল কলকাতা হাই কোর্ট। সেই রায়কে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টে যায় রাজ্য। সেখানে বকেয়া ২৫ শতাংশ মিটিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। তার জন্য বেঁধে দেওয়া হয়েছিল ৬ সপ্তাহ সময়। কিন্তু সেই সময়ের মধ্যে বকেয়া ডিএ দেয়নি রাজ্য। বরং সুপ্রিম কোর্টের কাছে অতিরিক্ত ৬ মাস সময় চাওয়া হয়েছিল। ২০২৫ সালের সেপ্টেম্বরে শেষ হয়েছিল শুনানি। গত ৫ ফেব্রুয়ারি বিচারপতি সঞ্জয় করোল ও বিচারপতি মনোজ মিশ্রের বেঞ্চ সাফ জানান, ডিএ আইনি অধিকার, বকেয়া ডিএ দিতেই হবে। আদালত স্পষ্ট জানায়, বকেয়া ডিএ-র ২৫ শতাংশ দু'দফায় মিটিয়ে দিতে হবে মে মাসের মধ্যে। তবে প্রথম কিস্তি দিতে হবে মার্চের ৩১ তারিখের মধ্যে। তারপর যা বাকি থাকবে তার কতটা অংশ দেওয়া হবে, কতদিনের মধ্যে দিতে হবে, সেই সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত নেবে অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি ইন্দু মালহোত্রার নেতৃত্বাধীন কমিটি। তবে সুপ্রিম রায় সত্ত্বেও এখনও ডিএ পাননি রাজ্য সরকারি কর্মীরা।

বাংলা হচ্ছে মাতৃ শক্তি উপাসনার সেরা ভূমি

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

মুণ্ডক উপনিষদে কালীকে অগ্নির সপ্তজিহ্বার একটি বলে উল্লেখ করা হয়েছে, এই সপ্তজিহ্বা সপ্তমাতৃকার ইঙ্গিত হতে পারে (শিন ৭২)। অগ্নির সাতটি জিহ্বা হল কালী, করালী, মনোজবা, সুলোহিতা, সুধূম্রবর্ণা, স্ফুলিঙ্গিনী ও বিশ্বরুচী। **ক্রমশঃ**

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

(৩ পাতার পর)

প্রথম ভাষণেই মমতার মন জয় করে নিলেন প্রতীক উর, তরুণ তুর্কিতে মুগ্ধ দিদি

তুলে ধরেন। প্রতীকের বক্তব্য, "দেশভাগের সময় ভারতীয় মুসলমানরা জিন্নার সামনে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন-লাথি মারি তোর পাকিস্তানকে, এই দেশই আমাদের।" সেই ঐতিহাসিক ঘটনার উল্লেখ করে তিনি বলেন, বাংলার মুসলমানরা আজও এই দেশকেই নিজেদের মাতৃভূমি হিসেবে মনে করে।

মঞ্চে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় উপস্থিত থাকার কথা উল্লেখ করে প্রতীক বলেন, "নেত্রী আমার পেছনে বসে আছেন বলেই এতটা সাহস নিয়ে কথা বলতে পারছি। সামনে আমাদের কঠিন রাজনৈতিক লড়াই অপেক্ষা করছে, আর সেই লড়াই তৃণমূল কংগ্রেসের লড়াই।" তিনি আরও বলেন, "যেমন ডিডি গেঞ্জির ওপর মানুষ চোখ বন্ধ করে ভরসা করে, তেমনই বাংলায় দিদিও এক ধরনের ব্র্যান্ড। দিদির উপরও মানুষ একইভাবে বিশ্বাস রাখে।"

বক্তব্যের শেষ মুহূর্তে তিনি বলেন, "যব তক টাইগার মরা নেহি, তব তক টাইগার হারা নেহি।" প্রতীক উর রহমানের বক্তব্য শেষ হওয়ার পর মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় হাসিমুখে বলেন, "প্রতীক উর খুব ভালো বলেছ। এবার একটু জল খেয়ে নাও।" তাঁর এই মন্তব্যে মঞ্চে উপস্থিতদের মধ্যে হাসির রোল ওঠে এবং মুহূর্তের জন্য পরিবেশ হালকা হয়ে যায়।

শনিবার তাঁর নিশানায় ছিল কমিশন ও বিজেপি। তিনি বলেন, ভোটের আগে 'উই দ্য পিপল অব ইন্ডিয়া', কিন্তু নির্বাচনের পরে সেটা হবে 'হু দ্য পিপল অব ইন্ডিয়া'। জ্ঞানেশ কুমারের প্রচুর জ্ঞান। শুধু কান্ডজ্ঞানটুকু নেই। নির্বাচন কমিশনারকে তোপ দেগে তিনি বলেন, মানুষের কাছে দায়বদ্ধ যে কমিশন, সেটুকু কাজও তিনি করেন না। তাঁর অভিযোগ, ওনার একটাই উদ্দেশ্য,বিজেপির দালালি করতে হবে যেভাবে হোক। যেভাবেই হোক মানুষকে হয়রানি করতে হবে। বিজেপির স্লোগানকে বাস্তবায়িত করতে হবে। তার জন্য নাম কাটা হচ্ছে। বিজেপি টাকা দিয়েও বাংলা দখল করতে পারছে না। তাই কমিশনকে দিল্লি থেকে পাঠানো হয়েছে, বেছে বেছে নাম বাদ দেওয়ার জন্য। যেওসকল মহিলারা তৃণমূলকে সমর্থন করেন, তাঁদের নাম বাদ দেওয়া হচ্ছে।

কোটা বিমানবন্দরের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর

নতুন দিল্লি, ৭ মার্চ ২০২৬

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী আজ ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে কোটা বিমানবন্দরের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। তাঁর ভাষণে প্রধানমন্ত্রী বলেন, রাজস্থান নজিরবিহীন গতিতে এগোচ্ছে এবং নতুন বিমানবন্দর আর্থিক ও শিল্প ক্ষেত্রে অগ্রগতির বাহক হয়ে উঠবে।

প্রধানমন্ত্রী তাঁর সাম্প্রতিক আজমের সফর, হাজার হাজার কোটি টাকার উন্নয়ন প্রকল্পের উদ্বোধন এবং ২১,০০০-এরও বেশি তরুণের হাতে নিয়োগপত্র তুলে দেওয়ার কথা উল্লেখ করেন। প্রায় ১,৫০০ কোটি টাকা ব্যয়ে কোটা বিমানবন্দর নির্মাণের কথা উল্লেখ করে শ্রী মোদী বলেন, এই নতুন বিমানবন্দরটি আগামীদিনে গোটা এলাকার উন্নয়নে এক নতুন গতি আনবে। প্রধানমন্ত্রী কোটাকে শিক্ষা এবং শক্তি, উভয় ক্ষেত্রে এক অনন্য কেন্দ্র হিসেবে উল্লেখ করেন। এখানে পরমাণু কয়লা, গ্যাস এবং জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের ব্যবস্থা রয়েছে। পর্যটনস্থল হিসেবে এই অঞ্চলের সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করার পাশাপাশি এখানকার আধ্যাত্মিক তাৎপর্যের কথাও তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, বিমান পথে যোগাযোগ চালু হলে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের পর্যটকরা এখানে ছুটে আসবেন এবং এর ফলে এখানকার তরুণ, ব্যবসায়ীরা উপকৃত হওয়ার পাশাপাশি স্থানীয় অর্থনীতিও সমৃদ্ধ হবে।

বিমান পরিবহনের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সাফল্যের কথা তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ২০১৪-তে দেশে বিমানবন্দরের সংখ্যা ছিল ৭০, যা এখন ১৬০ ছাড়িয়ে গেছে। রাজস্থানে দ্রুত উন্নয়নে ডবল ইঞ্জিন সরকারের গুরুত্বের কথাও তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রী।

পত্রিকা দপ্তর ও কুইনপ্রেসে চিঠিপত্র, লেখালেখি ও সংবাদ পাঠাতে হলে যোগাযোগ করুন নিচের দেওয়া ঠিকানা ও মোবাইল নম্বরে

কুইন প্রেস ও পত্রিকা দপ্তর

Editor
Mrityunjoy Sardar
C/o, Lalu Sardar
Village:Hedia
P.O.:Uttar Moukhali
P.S. : Jibantala
District :South 24 Parganas
Pin:743329(W.B)

Mobile : 9564382031

ডোমকলের লড়াইয়ে ‘ট্রাম্প কার্ড’ কি কামরুজ্জামান মন্ডল? জোর জল্পনা তৃণমূলে

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

আগামী বিধানসভা নির্বাচনের আগে মুর্শিদাবাদের ডোমকল কেন্দ্রকে ঘিরে তৃণমূল কংগ্রেসের অন্দরেই শুরু হয়েছে প্রার্থী নির্বাচন নিয়ে জোর আলোচনা। বর্তমান রাজনৈতিক সমীকরণ এবং সংগঠনের ভেতরের বাস্তবতা বিচার করলে, ডোমকলের তৃণমূল টাউন সভাপতি কামরুজ্জামান মন্ডলের নামই ক্রমশ জোরালো হয়ে উঠছে সম্ভাব্য প্রার্থী হিসেবে।

দলীয় সূত্রে খবর,তাঁকে প্রার্থী করা হলে বিরোধী শিবির থেকে বড়সড় ভাঙন ঘটার সম্ভাবনাও তৈরি হতে পারে। বিশেষ করে কংগ্রেসের অন্তত পাঁচ থেকে সাতজন ব্লক স্তরের নেতা তাঁদের সমর্থকদের নিয়ে তৃণমূলে যোগ দিতে পারেন বলে দাবি স্থানীয় সংগঠনের একাংশের। সারাংপুর ৫ নম্বর অঞ্চল থেকেই কয়েকশো কর্মী-সমর্থক দলবদল করতে পারেন বলেও ইঙ্গিত মিলছে।

একই সঙ্গে দলের অভ্যন্তরীণ সমীকরণেও ইতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে বলে মনে করছেন পর্যবেক্ষকরা। প্রাক্তন বিধায়ক জাফিকুল ইসলামের বিরোধী শিবিরের নেতাদের একাংশও কামরুজ্জামান মন্ডলের সম্ভাব্য প্রার্থিতাকে সমর্থন জানাতে আগ্রহী বলে জানা গিয়েছে। এতে দীর্ঘদিনের সাংগঠনিক বিভাজন অনেকটাই কমে গিয়ে ঐক্যবদ্ধ লড়াইয়ের পরিবেশ তৈরি হতে পারে বলে মত রাজনৈতিক মহলের।

তবে দলীয় অন্দরেই অন্য একটি আশঙ্কার কথাও শোনা যাচ্ছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, যদি বর্তমান বিধায়কের পরিবারের কাউকে—প্রার্থী করা হয়,তাহলে তা ভোটের ফলাফলে নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে বলে আশঙ্কা রয়েছে। মাঠপর্যায়ের একাধিক রিপোর্টে এই সিদ্ধান্তকে “রিস্কি জোন” বলে উল্লেখ করা হয়েছে বলে দাবি দলীয় সূত্রের। অন্যদিকে, সম্ভাব্য প্রার্থী হিসেবে সামিম শেখ ওরফে রুবাইয়ের নামও আলোচনায় উঠে এলেও তাঁর উল্লেখযোগ্য সাংগঠনিক ভিত্তি বা শক্ত রাজনৈতিক কাঠামোগত সংযোগ বর্তমানে স্পষ্ট নয় বলেই মনে করছেন রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকরা।

বর্তমান রাজনৈতিক সমীকরণ,সাংগঠনিক সমর্থন এবং সম্ভাব্য দলীয় ঐক্যের প্রশ্ন বিবেচনা করলে, কামরুজ্জামান মন্ডলের নামই ডোমকল বিধানসভা কেন্দ্রের সম্ভাব্য প্রার্থী হিসেবে ক্রমশ গুরুত্ব পাচ্ছে বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহলের একাংশ। তবে শেষ পর্যন্ত দলীয় নেতৃত্ব কী সিদ্ধান্ত নেয়, সেদিকেই এখন নজর রাজনৈতিক মহলের।

আন্তর্জাতিক নারী দিবসের প্রাক্কালে রাষ্ট্রপতির শুভেচ্ছা

নতুন দিল্লি, ৭ মার্চ ২০২৬

রাষ্ট্রপতি শ্রীমতী দ্রৌপদী মুর্মু এক বার্তায় আন্তর্জাতিক নারী দিবসের প্রাক্কালে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। প্রতি বছর ৮ মার্চ এই দিনটি উদযাপিত হয়। এই উপলক্ষে তাঁর বার্তায় রাষ্ট্রপতি বলেছেন:

“আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে, আমি দেশের সমস্ত নাগরিককে, বিশেষত মহিলাদের শুভেচ্ছা জানাই।

মহিলারা হলেন আমাদের দেশ ও সমাজের ভিত্তি। শিক্ষা, বিজ্ঞান, ক্রীড়া, শিল্পকলা এবং প্রতিরক্ষা সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাঁরা তাঁদের প্রতিভা এবং কঠোর শ্রমের স্বাক্ষর রেখেছেন।

শিক্ষিত, স্বনির্ভর এবং সশক্ত নারী সমৃদ্ধ এবং উন্নত দেশ গড়ার ক্ষেত্রে অবদান রাখতে পারেন। আজ, তরুণীরা নতুন ভারতের স্বপ্নকে বিশেষ রূপ দিচ্ছেন। তাঁদের যথাযথ সুযোগ-সুবিধা, পরামর্শ এবং উৎসাহদানের প্রয়োজন রয়েছে। আসুন এমন এক সমাজ গড়ার লক্ষ্যে একত্রিত হয়ে কাজ করি, যেখানে নারীদের সমান সুযোগ-সুবিধা থাকবে এবং সক্ষমতা অনুযায়ী তাঁরা এগিয়ে যাবেন ও সাফল্য অর্জন করতে পারবেন।

সফল নারী দিবস উদযাপনের জন্য আমি শুভেচ্ছা জানাই এবং সমস্ত নারীর উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করি।”

পশ্চিম এশিয়ার উড়ান পরিস্থিতি: আজ ভারতীয় সংস্থাগুলির ৫১টি বিমান চালানোর পরিকল্পনা

নতুন দিল্লি, ৭ মার্চ ২০২৬

পশ্চিম এশিয়ায় বিমান চলাচল পরিস্থিতির ওপর নজর রাখছে ভারতের অসামরিক বিমান পরিবহন মন্ত্রক। যাত্রীদের নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে বিমান চলাচলের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সতর্কতা অবলম্বন করা হচ্ছে।

৫ মার্চ পশ্চিম এশিয়া থেকে ৪০টি বিমান ভারতে এসে পৌঁছেছে। বিমানগুলিতে ৭,২০৫ জন যাত্রী ছিলেন।

৬ মার্চ ভারতীয় উড়ান সংস্থাগুলি ৫১টি বিমান চালানোর পরিকল্পন করেছে। তবে, সবকিছু নির্ভর করেছে পরিস্থিতির ওপর। উড়ান সংস্থা এবং সংশ্লিষ্ট সব পক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছে মন্ত্রক। যাত্রীদের যাতে কোনওরকম সমস্যা না হয়, সেজন্য মন্ত্রকের পক্ষ প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।

সিনেমার খবর

হিন্দিতে বক্তব্য শুরু করে 'বাফটা'র মঞ্চে নজির আলিয়া ভাটের

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

আন্তর্জাতিক মঞ্চ। চারদিকে হলিউডের বড় বড় অভিনেতাদের ভিড়। তার মাঝেও নজর কাড়লেন উপস্থাপিকা বলিউড অভিনেত্রী আলিয়া ভাট। শরীরে স্পষ্ট আত্মবিশ্বাসের ছাপ। মুখে হিন্দি ভাষা। লন্ডনের রয়্যাল ফেস্টিভ্যাল হলে 'বাফটা'র মঞ্চে দাঁড়িয়ে আলিয়া যেন প্রমাণ দিলেন তিনি 'সাচ্চা ভারতীয়'। যদিও এর আগে মেটগালার লালগালিচা ও কানের মঞ্চ কাঁপিয়েছেন এ অভিনেত্রী। এবার বাফটায় নিজেকে প্রমাণ করলেন আলিয়া ভাট।

সামাজিক মাধ্যমে বাফটার অফিশিয়াল ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্টে একটি ভিডিও শেয়ার করা হয়েছে। ভিডিওটিতে স্পষ্ট দেখা গেছে— হিন্দিতে 'নমস্কার' বলে উপস্থাপনা শুরু করেন আলিয়া। তিনি গড়গড় করে বললেন, 'আগলা অ্যাওয়ার্ড এক অ্যাইসি ফিল্ম কে লিয়ে হ্যায়, জো আংরেজি মে নাহি হে।' অর্থাৎ যার বাংলা তর্জমা করলে দাঁড়ায়— 'এবারের পুরস্কার এমন একটি ছবি জিতেছে, যেটি ইংরেজিতে তৈরি নয়।'

এরপর অবশ্য তিনি নিজেও ইংরেজিতে বক্তব্য দেন। নিজের মাতৃভাষার প্রতি আলিয়ার আবেগে মুগ্ধ ভক্ত-অনুরাগীরা। সামাজিক মাধ্যমে তাই নিমেষে ভাইরাল ভিডিওটি। সবাই তাকে অভিনন্দন জানিয়েছেন।

বাফটার মঞ্চে গুচির পোশাকে তাক লাগালেন অভিনেত্রী। রুপালি সিক্যুয়েন্সের হল্টার নেক গাউনে অনবদ্য কাপুরবধূ। সঙ্গে সাদা লোমশ স্টোল। সব মিলিয়ে যেন অনন্য রণবীর ঘরনি। কোন কোন হলিউড-বলিউড তারকা তার অনুপ্রেরণা, তা স্পষ্ট করেন আলিয়া। জানান কেশসজ্জার জন্য ফরাসি অভিনেত্রী ব্রিগিট বার্ডট, ইতালীয় মডেল-অভিনেত্রী মনিকা বেলুচির শরীরী ভঙ্গিমা এবং সৌন্দর্যের নিরিখে রেখার গুণমুগ্ধ তিনি। নিজের ছোট্ট মেয়ে রাহাই যে তার আসল অনুপ্রেরণা, তাও জানান আবেগঘন তারকা।

আলিয়া বলেন, আমি বারবার বলেছি অ্যাকশন শুনেই আমার জন্ম। ক্যামেরার সামনে দাঁড়াতে পারা আমার কাছে বড় আশীর্বাদ। অভিনয় জগতে আসতে পেরে আমি ধন্য। তবে সত্যি আমার আসল অনুপ্রেরণা ছোট্ট রাহা। একেবারে ফুলের মতো। সবে তিন বছর বয়স। কী সুন্দর আমার গানে নাচে। আমি যেন নিজেকে দেখতে পাই।

এর আগে ইতালিয়ান ব্র্যান্ড গুচির শাড়িতে কানের রেড কার্পেটে যেন ঝড় তুলেছিলেন অভিনেত্রী আলিয়া। তার আগে মেটগালার লালগালিচায় পশ্চিমা বিনোদুনিয়ার তারকাদের ভিড়ে হেঁটে তাক লাগিয়েছিলেন তিনি। এবার বাফটায় নিজেকে প্রমাণ করলেন আলিয়া।

কারিনা সম্পর্কে যা বললেন সোহা আলী

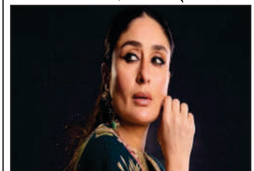

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

পতৌদি পরিবারের অলিখিত বাংলার নবাব বলিউড অভিনেতা সাইফ আলি খানের সর্বকনিষ্ঠ ছেলে নবাব জাহাঙ্গীর আলি খান ওরফে জেহর জন্মদিন ছিল শনিবার (২১ ফেব্রুয়ারি)। দেখতে দেখতে পাঁচ বছরে পা দিল সাইফপুত্র। সেই উপলক্ষ্যে পতৌদি প্যালেসে বসেছিল চাঁদের হাট। আর ছোট ভাইপোর জন্মদিন বলে কথা। নানা মুহূর্ত সামাজিক মাধ্যমে শেয়ার করে নিয়েছেন ফুফু অভিনেত্রী সোহা আলি খান। কার্টুন চরিত্র 'নারুটো'র থিমের আদলে তৈরি হয়েছিল তিনতলা কেক। পোশাক থেকে ভেন্যু— মানানসই ছিল সবই। কাপুর ও খান পরিবারের সবাই হাজির ছিলেন অনুষ্ঠানে। এসেছিলেন বন্ধু অভিনেত্রী নেহা ধুপিয়াও। কেক কাটার মুহূর্তের ছবি সেই অর্থে কোনো দিনই পিকচার পারফেক্ট হয় না। তার ওপর জেহর দৌরাত্ম্য থামছে না। তাকে সামলাতে গিয়ে সবাই নাজেহাল। যে অনুষ্ঠানই হোক না কেন, মা-বাবা, দাদা, ন্যানি কিংবা পরিবারের অন্য সদস্যদের সে প্রায় নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরায়।

সামাজিক মাধ্যমে পোস্ট করা সেই ছবিতে দেখা যাচ্ছে, আনন্দ-হইহুল্লোড়ে আত্মহারা হয়ে 'বার্থ ডে বয়' খুলে ফেলেছে গায়ের পোশাক। ছবিতে গলার জোর বোঝাই যায় না। কিন্তু আন্দাজ করাই যায় সেই মুহূর্তে পরিস্থিতি ঠিক কেমন ছিল। কারও চুল উস্কোখুস্কো, আবার কেউ তাকিয়ে আছেন অন্যদিকে। তার মাঝে খুদেরা চিৎকার করে যাচ্ছে। মাঝখানে বসানো রয়েছে আধকাটা কেক। কিন্তু এত কিছুর মধ্যেও নবাবপুত্রের মায়ের কোনো হেলদোল নেই।

প্রায় সব ছবিতেই সোহার বউদি অর্থাৎ অভিনেত্রী কারিনা কাপুর খান এতটাই পারফেক্ট যে, তাকে দেখে বোঝার উপায় নেই, সেখানে আসলে কী দক্ষযজ্ঞ চলছিল। সোহা আলি খান বলেন, 'এতকিছুর পরও বেবো কিন্তু শসার মতো ঠান্ডা। কীভাবে?'

এমন একটি দুরন্ত বাচ্চাকে সামলানোর পরও কীভাবে এত ঠান্ডা থাকা যায়, মজা করে পোস্টে সে কথাই লিখেছেন অভিনেত্রী।

ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত, আদালতের দ্বারস্থ রণবীর

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

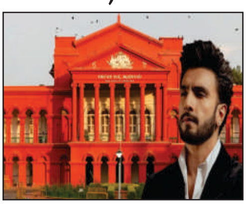

'কান্তারা-২' সিনেমা ও কর্নাটকের স্থানীয় দৈব ঐতিহ্য নিয়ে মন্তব্য করাকে কেন্দ্র করে আইনি জটিলতায় পড়েছেন বলিউড তারকা রণবীর সিং। ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাতের অভিযোগে দায়ের হওয়া মামলার এফআইআর বাতিল চেয়ে তিনি কর্ণাটক হাইকোর্টে আবেদন করেছেন। বিষয়টি এখন আদালতের শুনানির অপেক্ষায় রয়েছে। খবর এনডিটিভির।

গত বছরের ২৮ নভেম্বর গোয়ায় অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব 'ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল অব ইন্ডিয়া' (ইফি)-এর সমাপনী অনুষ্ঠানে রণবীর সিংয়ের একটি পরিবেশনা ও বক্তব্য ঘিরেই এই বিতর্কের সূত্রপাত।

বেঙ্গালুরুর আইনজীবী প্রশান্ত মেথাল অভিযোগ করেন, ওই অনুষ্ঠানে রণবীর পঞ্জুরলি ও গুলিগা দৈবের অভিব্যক্তি অনুকরণ করেন এবং পবিত্র 'চাভুন্ডি দৈব'-কে 'মেয়ে ভূত' বলে উল্লেখ করেন। ২ ডিসেম্বর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া একটি ভিডিও দেখে তিনি বিষয়টি জানতে পারেন।

উপকূলীয় কর্ণাটকে 'চাভুন্ডি দৈব' দেবীশক্তির প্রতীক হিসেবে পূজিত হন। অভিযোগে বলা হয়, তাকে 'ভূত' হিসেবে উল্লেখ এবং বিকৃতভাবে উপস্থাপন করায় ভক্তদের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত লেগেছে।

এ ঘটনার পর ২৭ ডিসেম্বর রণবীর সিংয়ের বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত অভিযোগ দায়ের করা হয়। আদালতের নির্দেশে ২০২৬ সালের জানুয়ারিতে বেঙ্গালুরুর হাই গ্রাউন্ডস থানায় ভারতীয় ন্যায় সংহিতার ১৯৬, ২৯৯ ও ৩০২ ধারায় তার বিরুদ্ধে মামলা রুজু করা হয়।

মামলাটি বর্তমানে বেঙ্গালুরুর প্রথম অতিরিক্ত মুখ্য মহানগর ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে বিচারাধীন রয়েছে। আগামী ৮ এপ্রিল এ মামলার শুনানির তারিখ নির্ধারণ করা হয়েছে। এফআইআর বাতিলের মাধ্যমে আইনি জটিলতা থেকে মুক্তি পেতেই কর্ণাটক হাইকোর্টে আবেদন করেছেন এ অভিনেতা।

ধর্ষণ মামলায় বিচারের মুখোমুখি আশরাফ হাকিমি

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

পিএসজি তারকা ডিফেন্ডার আশরাফ হাকিমি ধর্ষণ মামলায় বিচারের মুখোমুখি হতে যাচ্ছেন। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে দেওয়া এক পোস্টে নিজেই বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন মরক্কো জাতীয় দলের এই ফুটবলার।

মঙ্গলবার দেওয়া পোস্টে হাকিমি অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, শুধু অভিযোগই যেন আজকাল বিচারের জন্য যথেষ্ট। যদিও তিনি দাবি করেন, তার বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা। তিনি জানান, শান্তভাবে বিচারের অপেক্ষায় আছেন এবং আদালতেই সত্য প্রকাশ পাবে বলে তার বিশ্বাস।

ঘটনাটির সূত্রপাত ২০২৩ সালে। প্যারিসের নানতের প্রসিকিউটর দপ্তর এক নারীর অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করে। মঙ্গলবার প্রসিকিউটর কার্যালয় নিশ্চিত করেছে, তদন্ত শেষে মামলাটি বিচারের জন্য পাঠানো হয়েছে।

বার্তাসংস্থা এএফপিকে হাকিমির আইনজীবী ফ্যানি কলিন বলেন, মামলাটি মূলত এক নারীর বক্তব্যের ওপর নির্ভরশীল। তার দাবি, অভিযোগকারী তদন্তে সহযোগিতা করেননি; চিকিৎসা পরীক্ষা ও ডিএনএ টেস্টে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন, মোবাইল ফোন পরীক্ষার অনুমতি দেননি এবং এক গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষীর নাম প্রকাশ করতেও রাজি হননি।

আইনি জটিলতার মাঝেই মাঠের লড়াইয়ে ব্যস্ত পিএসজি। উয়েফা চ্যাম্পিয়ন্স লিগের নকআউট পর্বের প্লে-অফের ফিরতি লেগে বুধবার এএস মোনাকোর মুখোমুখি হবে প্যারিসের ক্লাবটি। গত মঙ্গলবার প্রকাশিত প্রাথমিক দলে হাকিমির নামও অন্তর্ভুক্ত ছিল।

মামলার পরবর্তী শুনানির তারিখ এখনো আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করা হয়নি।

রদ্রির ঠিকানা পরিবর্তনের আভাস, লড়াইয়ে নামবে দুই ক্লাব

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

মাঝমাঠের সময়ের সেরা ফুটবলারদের একজন রদ্রিকে ধরে রাখতে মরিয়া ম্যানচেস্টার সিটি। তবে আগামী গ্রীষ্মের দলবদলে বদলে যেতে পারে তার ঠিকানা।

২০২৪ সালের ব্যালন দ'র জয়ীকে দলে পেতে নাকি মাঠে নামতে যাচ্ছে তার স্বদেশের দুই ক্লাব বার্সেলোনা ও রিয়াল মাদ্রিদ। জার্মান ক্রীড়া পত্রিকা বিল্ডের প্রতিবেদনে এমনটাই দাবি করা হয়েছে। সিটি অবশ্য রদ্রির জন্য কোনো প্রস্তাব শুনতেই রাজি নয়।

প্রিমিয়ার লিগে গত শনিবার নিউক্যাসল ইউনাইটেডের বিপক্ষে সিটির ২-১ গোলে জয়ের ম্যাচের আগে পেপ গার্দিওলার কাছে জানতে চাওয়া হয়, রদ্রি ভবিষ্যতে কি সিটিতে থাকবেন? উত্তরে আগের চাওয়ার কথাই জানান ম্যানচেস্টার সিটি কোচ।

গার্দিওলা জানান, আমি খুব করে সেটাই চাই। রদ্রি তো রদ্রিই। বয়স যত বাড়ছে, সে ততই আরও জ্ঞানী হচ্ছে এবং খেলাটি আরও ভালো বুঝতে পারছে। তবে প্রশ্নটা বারবার সামনে আসছে, কোচ গার্দিওলা কি পারবেন রদ্রিকে সিটিতে ধরে রাখতে? আবার আরেকটি প্রশ্নও উঁকি দিচ্ছে- গুয়ার্দিলা নিজে থাকবেন তো সিটিতে?

রদ্রিতে সবসময়ই গুণমুগ্ধ গুয়ার্দিওলা। আগামী বছরের গ্রীষ্মে দুজনেরই সিটিতে চুক্তির মেয়াদ শেষ হবে। বিভিন্ন সময়েই গুয়ার্দিওলার সিটির ছাড়ার নানা খবর শোনা গেছে। শেষ পর্যন্ত সত্যিই যদি দারুণ সফল এই কোচ চলে যান অন্যত্র, তাহলে কি রদ্রি থাকবেন তখন এই ক্লাবে?

বর্ষসেরা ফুটবলারের পুরস্কার জয়ের পর থেকে অবশ্য সময়টা একেবারেই ভালো কাটেনি রদ্রির। চোটের কারণে গত মৌসুম থেকে অধিকাংশ সময়ই যে মাঠের বাইরে কাটাতে হয়েছে তাকে।

আফগানিস্তানের দায়িত্বে বাংলাদেশের সাবেক কোচ

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

আফগানিস্তান ক্রিকেটে নতুন অধ্যায় শুরু হলো। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের গ্রুপ পর্ব থেকেই বিদায়ের পর দলটির প্রধান কোচ হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন ইংলিশ কোচ। তিনি দায়িত্ব নিচ্ছেন চার বছর ধরে দায়িত্বে থাকা জোনাথন ট্রটের জায়গায়।

কোচিং ক্যারিয়ারে পাইবাসের ঝুলিতে রয়েছে সমৃদ্ধ অভিজ্ঞতা। ১৯৯৯ বিশ্বকাপে পাকিস্তানকে ফাইনালে তুলতে বড় ভূমিকা ছিল তার। পরে ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের ডিরেক্টর অব ক্রিকেট হিসেবেও দীর্ঘ সময় কাজ করেছেন তিনি। ২০১৬ সালে তার তত্ত্বাবধানে ওয়েস্ট ইন্ডিজের পুরুষ, নারী ও অনূর্ধ্ব-১৯ দল বিশ্বকাপ জয়ের স্বাদ পায়।

২০১৮ সালে তিনি ওয়েস্ট ইন্ডিজের হাই পারফরম্যান্স ডিরেক্টর হিসেবে দায়িত্ব নেন। পরের বছর অন্তর্বর্তীকালীন প্রধান কোচের ভূমিকাও পালন করেন। ২০১২ সালে বাংলাদেশের প্রধান কোচ হিসেবেও স্বল্প সময় কাজ করেছিলেন পাইবাস, যদিও সেই অধ্যায় ছিল বিতর্কিত।

আফগানিস্তানের সঙ্গে পাইবাসের প্রথম অ্যাসাইনমেন্ট হবে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে সংযুক্ত আরব আমিরাতে সাদা বলের সিরিজ। সিরিজের প্রথম টি-টোয়েন্টি ম্যাচটি ১৩ মার্চ শারজাহতে অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে।

নতুন কোচের অধীনে আফগানিস্তান টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ পরবর্তী পুনর্গঠনের পথে কত দ্রুত ঘুরে দাঁড়াতে পারে, এখন সেটিই দেখার।

● স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক এবং মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ● সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৪৩৮২০৩১
● Printed, Published and Owned by MRITYUNJOY SARDAR ● Printed by Queen Press - Hedia, P.O . : Uttar Moukhali, P.S. : Jibantala, Dist. : South 24 Parganas, Pin : 743329
and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 & 19D, Jamir Lane, Kolkata -700 019 ● Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR